ইউনিট ২ আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন

ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আকরাম খান শিক্ষা কমিশন ১৯৫২ এর সংস্কার প্রস্তাব সমূহের অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশনের চেয়াম্যান ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান। এ রিপোর্টটি ১৯৫৭ সালের আতাউর রকমান খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে পরিচিত। এ কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার, মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার ও উচ্চ শিক্ষা সংস্কারের ওপর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করেন।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আপনি আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশনের পটভূমি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ করতে পারবেন।

পাঠ ২.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্য

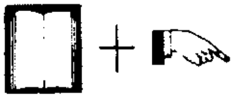

এ পাঠ শেষে আপনি –

- আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৫৭ এর গুরুত্বপূর্ণ দিক বলতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শদানের জন্য ৩ জানুয়ারী, ১৯৫৭ সালে "শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন" (Educational Reforms Commission) গঠন করে। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান। শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন রিপোর্টি আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই শিক্ষা কমিশনের প্রথম সভা ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ সালে কমিশন প্রধান মুখ্য মন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় কমিশন প্রধানের প্রারম্ভিক ভাষণের কয়েকটি পংক্তি বিশেষভাবে প্রধানযোগ্য–

"The commission held its first meeting in the house of the chief minister on February 3, 1957. In welcoming the members of the commission the chief minister explained to them the objectives of this commission and requested them to exert their very best to outline a sound educational policy and evolve a system of education that would best suit the needs and the genious of the people of East Pakistan an under the present circumstances."

এ কমিশন সুপারিশ প্রণয়নের পূবে ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন শিক্ষা স্তর সম্বন্ধীয় কমিটি ও কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়েছিল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইউনিভার্সিটি কমিশন (১৯০২) রিপোর্ট, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন (১৯১৭) রিপোর্ট, হেগ কমিটি অব ১৯২৯ রিপোর্ট, সাপ্রু কমিটি অব ১৯৩৪ রিপোর্ট, সার্জেন্ট রিপোর্ট ১৯৪৪ সে সঙ্গে "পূর্ববঙ্গ সর্বস্তরের জনগণের অভিমত পর্যালোচনা করে (১) প্রাগ-প্রাথমিক শিক্ষা (২) প্রাথমিক শিক্ষা (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা (৪) মাদ্রাসা ও সংস্কৃতি শিক্ষা (৫) উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন সুপারিশমালা প্রণয়ন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিটি কত সালে গঠিত হয়?

(ক) ১৯৫৬ সালে
(খ) ১৯৫৭ সালে
(গ) ১৯৫৮ সালে
(ঘ) ১৯৫৫ সালে

২। আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিটিশ কবে প্রথম সভা করেন?

(ক) ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭
(খ) ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮
(গ) ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭
(ঘ) কোনটিই নয়

৩। আতাউর রহমান কে ছিলেন?

(ক) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের মূখ্যমন্ত্রী
(খ) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের রাজনীতিবিদ
(গ) উপরের দুটোই
(ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ ২.২ প্রাথমিক শিক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- প্রাগ-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- আতাউর রহমান খানের শিক্ষা কমিশনে উল্লেখিত প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশমালা ব্যাখ্যা করে আলোচনা করতে পারবেন।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে– ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় অগ্রগতি ও সে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পৃক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু ঐ সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবতার সাথে সংগতিবিহীন হওয়ায় সমাজের চাহিদা পূরণে সমর্থ নয়। কারণ শিক্ষা ব্যবস্থা তার বিভিন্ন উপ ব্যবস্থার (Sub-System) মধ্যে কোনো প্রকার সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিটি উপ ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ও সমান্তরালভাবে পরিচালিত হওয়ার দরুন সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে ফলে শিক্ষার ইতিবাচক দিক বিকশিত না হয়ে নেতিবাচক দিকে বেশি আলোচিত হতে থাকে ফলে শিক্ষার প্রতি মানুষের অনীহা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এ শিক্ষা জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেনি বিধায় এ শিক্ষাকে জনগণ Condemned System হিসেবে গণ্য করে।

আতাউর রহমান খান শিক্ষা সংস্কার কমিশন পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় উন্নয়নের একটি স্থিতিশীল, কার্যকরী বাস্তবায়নযোগ্য ব্যবস্থাকে জাতীয় উন্নয়নের একটি স্থিতিশীল, কার্যকর বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। নিম্নে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের প্রধান সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলো–

১। প্রত্যেক জেলা শহরে প্রাক-প্রাথমিক স্কুল যেমন– নার্সারি এবং কিন্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠা করা হবে। তবে যে সব জেলা শহরে পিটিআই এবং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে প্রস্তাবিত নার্সারি ও কিন্ডার গার্টেন সেখানে স্থাপিত হবে।

২। দেশের ছয়টি রেঞ্জে মহিলাদের জন্য ছয়টি পিটিআই প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এগুলোতে বিশেষ কোর্স হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে।

৩। দেশের সকল পিটিআইতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে এ কোর্স বিশেষ শিক্ষা কোর্স হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৪। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা হবে ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৫। শহরাঞ্চলের যে সব মহল্লায় অত্যাধিক স্কুল গমন উপযোগী শিশু রয়েছে সে সব মহল্লায় নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিধিবদ্ধ দূরত্ব কার্যকর হবে না।

৬। শহরের শিল্প এলাকায় পুরোপুরি ও স্বয়ং সম্পূর্ণ নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭। স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান, বড় বড় শিল্প কারখানা, পৌর কর্তৃপক্ষ নার্সারি ও ক্রিস স্থাপন করতে হবে। সরকার এসব প্রতিষ্ঠানে পৌনঃ পৌনিক খরচ অনুদান হিসেবে প্রদান করতে।

৮। সরকার নির্বাচিত এলাকায় মডেল নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে।

আতাউর রহমান খান শিক্ষা সংস্কার কমিশনের সামান্য কয়টি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছিল। কিন্তু আতাউর রহমান খানের শিক্ষা সংস্কার কমিশনের যদি শতকরা ৫০ ভাগ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো তবে আমাদের শিক্ষার অনেক উন্নতি সাধিত হতো ফলে জাতীয় উন্নয়নের গতি আরো দ্রুততর হতো।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর হল যে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতভূমি তাই এ স্তরের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা স্তরকে যতদূর সম্ভব একটি Self- Contained এবং Self- Sufficient unit প্রণয়নের জন্য গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে যে- এ স্তরের শিক্ষা লাভের মাধ্যমে শিশুরা যেন কার্যকর সাক্ষরতাসহ, নৈতিক ও নাগরিক লাভ করতে পারে এবং অনুশীলনের সুযোগ পায়। সে সঙ্গে আর একটি দিক নজর দিতে হবে তাহল "সর্বদাই মানব জ্ঞানের বলয় প্রসারিত হচ্ছে।" এ প্রসারিত জ্ঞান আহরনের ভিত ভূমি যেন মজবুত হয় তৎজন্য প্রাথমিক স্তরে চলিত শিক্ষাক্রমকে নবায়ন করতে হবে। সর্বোপরি আদর্শ চরিত্র গঠনের জন্য শিশু কাল থেকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করতে হবে। অধিকন্তু আজকের পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম হবে প্রয়োজন ভিত্তিক এবং যতদূর সম্ভব শিক্ষক কেন্দ্রিক। তৎজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সর্ব দিকের প্রস্তুতি দানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে চাহিদা মাফিক পুনর্গঠন ও বিন্যাস করা হবে। নিম্নে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত আতাউর রহমান খান শিক্ষা সংস্কার কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হলো–

১। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২। শিক্ষকবৃন্দের বেতন, মর্যাদা ও প্রভিডেন্ট ফান্ড কাম ইনস্যুউরেন্স অতি সত্ত্বর প্রবর্তন করতে হবে।

৩। মহকুমা পর্যায়ে নিয়মিত কর্মকালীন প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। কেন্দ্রীয় সরকারের "সোসাল আপলিফট এন্ড ডেভেলপম্যান্ট" ফান্ড থেকে বিদ্যালয় গৃহ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে ।

৫। উন্নত পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রত্যেক থানায় একজন করে সাব-ইনসপেক্টরের পদ সৃষ্টি, অফিস, একজন কেরানী এবং একজন পিয়ন এর পদ সৃষ্টি করণ এবং সত্ত্বর নিয়োগর ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। পিটিআই এর কার্যাদি তত্ত্বধানের জন্য ইপিএস ই এস ক্যাডারের একজন পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি ও সত্তর নিয়োগদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। মহকুমা পরিদর্শক ও পিটিআই সুপারের পদসমূহ গেজেটের পদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

৮। কমপক্ষে পনর বছরের মধ্যে ৬–১১ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়ের জন্য ফ্রি ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবতন করতে হবে।

৯। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে– (১) মাতৃভাষা (২) পাটিগণিত (৩) সমাজ পাঠ (৪) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (৫) চারু ও কারুকলা (৬) শারিরীক শিক্ষা ও (৭) ধর্ম শিক্ষা বিষয়ক অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

প্রাথমিক শিক্ষা ফ্রি ও বাধ্যতামূলক করার জন্য আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছিল কিন্তু তা পাকিস্তান আমলে বাস্তবায়ন হয়নি। তাছাড়া শিক্ষকদের মর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি

বৃদ্ধিকরণে সুপারিশ করা হয়েছিল। যদি সেগুলো বাস্তবায়ন করা হতো তাহলে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গূণগত লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘঠত ফলে দেশের সামগ্রি পরিবর্তন সূচিত হতো।

ক. প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের ওপর সুপারিশ

১। শীঘ্র সম্ভবপর না হলেও অন্ততঃ ১৫ বছর সময়ের মধ্যে ৬ হতে ১১ বছর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষঅ প্রবর্তন করতে হবে।

২। ৬ থেকে ১১ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য একই ধরনের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদেশের সর্বত্র সমভাবে চালু করতে হবে।

৩। গণিত বিষয়ে প্রাথমিক স্তর থেকে দশমিক পদ্ধতি চালু করার জন্যও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা স্কুলের শ্রেণী ও শাখা অনুযায়ী হবে এবং সাধারণত প্রতি ৪০ জন শিক্ষার্থীর একজন শিক্ষার্থী থাকবেন।

৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরাসরি নিয়ন্ত্রধীন করে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে বেতন দিতে হবে।

৬। প্রাথমিক শিক্ষকদের নূন্যতম যোগ্যতা প্রশিক্ষণসহ প্রবেশিকা পাশ হতে হবে।

১৯৫৭ সালের ১৮ই আগষ্টে প্রাদেশিক সরকার অর্ডিন্যান্স বলে বাধ্যতামূলক বিদ্যালয় গুলোকে মডেল (আদর্শ) বিদ্যালয়ে পরিণত করেন এবং বোর্ড উঠিয়ে দিয়ে সমগ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। সর্বনিম্ন কত বয়সের ছেলেমেয়েরে জন্য ফ্রি ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে?

(ক) ৫–১০ বৎসর
(খ) ৬–১১ বৎসর
(গ) ৭–১০ বৎসর
(ঘ) ৮–১০ বৎসর

২। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে কয়টি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে?

(ক) ৫টি
(খ) ৭টি
(গ) ৬টি
(ঘ) ৮টি

৩। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে কতজন শিক্ষার্থীর জন্য এক জন শিক্ষক থাকবেন?

(ক) ৪০ জন
(খ) ৩০ জন
(গ) ২৫ জন
(ঘ) ৩৫ জন

পাঠ ২.৩ মাধ্যমিক শিক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের প্রধান প্রধান দিক বিবৃত করতে পারবেন।
- মদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা উন্নয়নে আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশনের বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংস্কারের সুপারিশগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।

আতাউর রহমান খান মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার কমিশন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যান্য শিক্ষা স্তরের সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের মৌলিক কার্যক্রমের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় শ্লোগান "Secondary Education for All" টিকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কারের অন্যান্যগুলোর সঙ্গে এটিকেও গ্রহণ করা হয়েছে। আতাউর রহমান খান সংস্কার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার কাজ কিরূপ হবে তা নিরূপন করেছে। এখানে কমিশনের সে কাজটির ইংরেজী উদ্বৃতটি দেওয়া হলো–

The following may be treated as a brief summary of the functions of our new secondary schools:

These schools will produce young people who will be intelligently aware of the various problems confronting the country in social, economic and political spheres; they will also feel they have some definite obligations in these respects. They will be fitted to live as useful citizens of a democracy; they will be imparted to them through their school activities. The schools will create in them a thirst for further study not limited to the school days alone. They will produce people with high moral standards, people who have been trained to live healthy and happy lives, being respectfully conscious of the mutual rights and obligations in their social groups.

উপরে বর্ণিত গুণাগুন শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা সংস্কার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে সব সুপারিশ করেছে তার প্রধানগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১। শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা দপ্তর একত্রিত করে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে।

২। শিক্ষা দপ্তরের অধীন কারিগরী শিক্ষা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩। রেঞ্চ ইন্সপেক্টর এর পদ বিলুপ্ত করে তৎপরিবর্তে জেলা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি করতে হবে, ইন্সপেক্টর এর সকল দায়িত্ব-কর্তব্য এর উপর ন্যস্ত থাকবে।

৪। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

৫। উচ্চ মেধা সম্পন্ন ডিগ্রীধারীকে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করণের জন্য বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে।

৬। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অবশ্যই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দকে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ এবং নবীন শিক্ষকবৃন্দকে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৭। প্রত্যেক জেলা সদরে হোস্টেল সহ একটি করে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বালিকাদেরকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ফ্রি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহুমূখী কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। (যেমন– মানবিক, বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি)।

৯। জেলা স্কুল বোর্ডে বিলুপ্ত করে তৎস্থলে মহকুমা শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড প্রবর্তন করতে হবে।

১০। উন্নত পরিদর্শন ও তত্ত্বধানের লক্ষ্যে মহকুমা পরিদর্শকের গেজেটেড পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১১। টিটি কলেজ পরিদর্শনের জন্য ইপিএসইএস ক্যাডারের একজন পরিদর্শকের পদ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করা হয়।

১২। নিম্নমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাক্রমে আওতাভুক্ত বিষয়গুলো হবে– (১) মাতৃভাষা (২) সমাজ পাঠ (৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) গণিত (৫) দিনিয়াৎ শিক্ষা মুসলমান ছাত্রছাত্রীরের জন্য এবং

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদের জন্য নীতিশাস্ত্র ও নৈতিক শিক্ষা (৬) ললিত কলা ও গান (৭) চারু ও কারুকলা (৮) শারিরীক শিক্ষা।

১৩। মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য– (১) মাতৃভাষা (২) সাধারণ বিজ্ঞান (৩) সমাজ পাঠ ও (৪) চারু ও কারুকলা কোর সাবজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

১৪। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় বহুমুখী কোর্সের মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রুপগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে– (১) মানবিক (২) বিজ্ঞান (৩) কারিগরী (৪) বাণিজ্য (৫) কৃষি (৬) ললিত কলা (৭) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৮) ইসলাম শিক্ষা।

১৫। মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে ১১ বছর তন্মধ্যে পাঁচ বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা এবং ছয় বছর ব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ–

মাদ্রসা

১। মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমন্বিতকরণের জন্য পুর্নবির্ন্যাস করে ১৯৫৮ সাল থেকে কার্যকর করতে হবে।

২। Old Scheme Madrasah শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সমন্বয় করতে হবে।

৩। প্রত্যেক জেলার সঠিক মাদ্রাসা সংখ্যা নিরূপণের জন্য জেলা মাদ্রাসা শিক্ষা জরি কমিটি গঠিত হবে এবং জরিপের কাজ পরিচালনা করবে।

৪। বর্তমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোতে বিশেষ মাদ্রাসা শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। ১৯৫৮ সাল থেকে Old Scheme Madrasah গুলোতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৬। মাদ্রাসা আলিয়াকে ইসলাম শিক্ষা ও গবেষণার শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

টোল

১। সরকার ঢাকায় একটি সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করবে।

২। পালি ও সংস্কৃত শিক্ষার টোল ও বিহারে প্রচলিত শিক্ষাক্রম আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। সরকার পালি ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য অনুদান এবং কৃতী শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি প্রথা প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার লক্ষ্যদলে নিকট অটুটভাবে পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকের। আর এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে পালনের জন্য দরকার প্রশিক্ষণের। শিক্ষা সংস্কার কমিটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত যুগোপযোগী, কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় আতাউর রহমান খান শিক্ষা সংস্কার কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হলো–

১। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ দুই ধরনের হবে–
   (ক) সিনিয়র স্কুল পাস শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে তিন বছর
   (খ) গ্রাজুয়েটদের জন্য প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে এক বছর।

২। বিষয় ও প্রশিক্ষণ যুগপৎ পরিচালনার জন্য ৩ বছর মেয়াদী বিএ ইন এডুকেশন কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

৩। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৪। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলিতে সঞ্জীবনী কোর্স এবং বিশেষ কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

৫। ময়মনসিংহের প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে টিচার কলেজ নামকরণ করা হবে।

৬। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোতে লাইব্রেরী সাইন্স কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

৭। মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কলেজের সুবিধাদি বৃদ্ধি করতে হবে।

৮। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের Classical Teacher দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে কোনো ফি নেওয়া হবে না উপরন্তু প্রশিক্ষণার্থীকে স্টাইপেন্ড প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। যে সব ডিগ্রীধারী শিক্ষকের বয়স ৪০ বছর এবং তার বেশি কিন্তু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন অথচ ১০ বছরের বেশি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং জীবনে কেবলমাত্র ঐ সব শিক্ষক Private প্রার্থী হিসেবে B-Ed বা সমমানের পরীক্ষা দিতে পারবেন।

১১। Untrained শিক্ষকদের জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১২। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও প্রশাসন সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা করবে।

১৩। মহিলা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ–

১। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ পর্যন্ত ১১ বৎসর কোর্স অর্থাৎ পাঁচ বৎসর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার পর ছয় বৎসরব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষা কোর্স চালু করতে হয়।

২। মাধ্যমিক কোর্সের প্রথম তিন বছর নিয়ে জুনিয়র হাই স্কুল এবং পরবর্তী তিন বৎসর নিয়ে সিনিয়র হাই স্কুল অথবা পূর্ণ ছয়টি শ্রেণী নিয়ে সিনিয়র হাই স্কুল স্থাপন করতে হবে।

৩। সিনিয়র ও জুনিয়র হাই স্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ও চালু করা যেতে পারে।

৪। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদেশের সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হবে। প্রতি ৫০ হাজারের বসতিপূর্ণ এলাকায় একটি জুনিয়র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুদান পাবে।

৬। দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের বেতনের হার সমহারে থাকবে।

৭। শিক্ষার প্রতি মেয়েদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সিনিয়র হাই স্কুলের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত তাদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

৮। সিনিয়র হাই স্কুলে বাছাইয়ের মাধ্যমে এমন শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে হবে যারা শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ লাভে সমর্থ হবে।

৯। মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহৃত এবং মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১০। সিনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষাক্রমে ভাষা, সমাজপাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র ধর্মশিক্ষা অথবা নীতিশিক্ষা, চিত্রকলা এবং সংগীত, হস্তশিল্প শরীর চর্চা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি থাকবে। এগুলোর মধ্যে ভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজ পাঠ ও একটি হস্তশিল্প আবশ্যিক বিষয়রূপে গৃহীত হবে।

১১। সিনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষাক্রম বহুমুখী হবে। যেমন– মানবতামূলক তত্ত্বশিক্ষা, বিজ্ঞান, কারিগরী, বাণিজ্য, কৃষি বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলামিক শাস্ত্র প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন দপ্তর অধীন কোনটি প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন?

(ক) মহিলাদের জন্য হোস্টেল
(খ) বাংলা ভাষা সেল
(গ) কারিগরী শিক্ষা দপ্তর
(ঘ) শিক্ষা বোর্ড

২। মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য কয়টি কোর সাবজেক্টের জন্য সুপারিশ করেছে?

(ক) ৩টি
(খ) ৪টি
(গ) ৫টি
(ঘ) ৬টি

৩। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ শিক্ষার কোন স্তর পর্যন্ত সমন্বয় করতে সুপারিশ করেছে?

(ক) প্রাক-প্রাথমিক
(খ) উচ্চ শিক্ষা
(গ) মাধ্যমিক
(ঘ) প্রাথমিক

৪। বিএ ইন এডুকেশন কোর্সের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

(ক) বিষয় ও প্রশিক্ষণ যুগপৎ পরিচালনা
(খ) তিন বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ
(গ) সিনিয়র স্কুল পাস শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা করা
(ঘ) গ্রাজুয়েটদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ২

এই ইউনিট পাঠ করে আপনি বিষয়বস্তু কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত ও রচনা মূলক প্রশ্ন

১। আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশনের উদ্দেশ্য কী?

২। শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন কোন কোন স্তরের শিক্ষা সংস্কারের জন্য সুপারিশ করে?

৩। মহিলাদের জন্য প্রাগ-প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশনে কী কী সুপারিশ করেছে?

৪। নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে?

৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কোথা থেকে অনুদান পাবে?

৬। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকবৃন্দের জন্য কয় ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য কমিশন সুপারিশ করেছে?

৭। মাদ্রাসা শিক্ষকবৃন্দের কী ব্যবস্থা করতে কমিশন সুপারিশ রেখেছে?

৮। টোল ও সংস্কৃত শিক্ষা উন্নতিকল্পে কমিশনে সুপারিশ কী কী?

৯। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় বহুমুখী কোর্সের গ্রুপগুলোর নাম উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ২

পাঠ ২.১

১। খ ২। ক ৩। গ

পাঠ ২.২

১। খ ২। খ ৩। ক

পাঠ ২.৩

১। গ ২। খ ৩। ঘ ৪। খ

পাঠ ২.৪

১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ